লোকশিক্ষার আলোয় শ্রীরামকৃষ্ণ

পাঁচুগোপাল বক্সি

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দিব্যজীবন অবলম্বনে অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু লোকশিক্ষায় তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যঋদ্ধ আলোচনা চোখে পড়ে না। অথচ লোকশিক্ষাবিস্তারে ঠাকুরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিছক ধর্মগুরু যুগপ্রবর্তক নন; বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষকগণের অন্যতম।

এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষার বিপুল বিষয়-বৈচিত্র্য, পদ্ধতি-প্রকরণ, তাৎপর্য, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি প্রচুর উপমা, উদাহরণ, উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রাঞ্জল বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। তার আগে লোক শিক্ষার সংজ্ঞা, স্বরূপ, উপযোগিতা প্রভৃতি এবং বিশ্বের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়েছে যাতে তুলনামূলক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষক হিসেবে বিশিষ্ট ভূমিকাটির মূল্যায়নে সুবিধা হয়। আলোচিত হয়েছে পরমহংসদেবের আবির্ভাবের আর্থসামাজিক রাজনীতিক পটভূমি।

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যতিক্রমী বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সাধনজীবনের স্বরূপ সম্পর্কে যাতে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা গড়ে তোলা যায় সেদিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। এদিক থেকে বলা যায়, এটি শুধু অনেক গ্রন্থের বিকল্প নয়, পরিপূরকও বটে।

বাস্তবদৃষ্টি কোণ থেকে তত্ত্ব ও তথ্যকে সাবলীল ভাষায় সাহিত্যরসে নিষিক্ত করে পরিবেশন করা হয়েছে যাতে তা পাঠকমাত্রেরই আস্বাদ্য হয়ে ওঠে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ড. পাঁচুগোপাল বক্সি মহাশয়ের ব্যাপক অনুসন্ধান ও অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতি এই আকর গ্রন্থখানি যাঁদের কথা ভেবে প্রকাশিত হল, তাঁরা এটি পড়ে আনন্দিত ও উপকৃত হলে খুশি হব। নমস্কার।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ... ১৩

শিক্ষা : লোকশিক্ষা — লোকশিক্ষার বৈশিষ্ট্য — লোকশিক্ষাদানের অধিকার — লোকশিক্ষার উপযোগিতা

দ্বিতীয় অধ্যায় .. ৩৫

মহত্তম লোকশিক্ষক

নারদ — শ্রীরামচন্দ্র — শ্রীকৃষ্ণ — জরথুস্ত্র — তীর্থঙ্কর মহাবীর — তথাগত বুদ্ধ — কনফুসিয়াস — যিশুখ্রিস্ট — হজরত মোহাম্মদ — শঙ্করাচার্য — শুকদেব — রামানুজ — রামানন্দ — কবীর — গুরু নানক — শ্রীচৈতন্যদেব — নামদেব — তুলসীদাস

তৃতীয় অধ্যায় .. ১৪৩

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পটভূমি

চতুর্থ অধ্যায় .. ১৫৩

শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী

পঞ্চম অধ্যায় .. ১৭২

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ব্যক্তি ও বস্তুবিশেষের প্রভাব

ষষ্ঠ অধ্যায় ... ১৮৬

শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষার বিষয়বৈচিত্র্য

সপ্তম অধ্যায় ... ২২৮

শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষা

(ক) গৃহস্থ সংসারীদের শিক্ষা

(খ) ব্রাহ্মদের প্রতি উপদেশ

(গ) বৈষ্ণবদের প্রতি উপদেশ

(ঘ) সন্ন্যাসীদের প্রতি উপদেশ

অষ্টম অধ্যায় ... ২৮৯
শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষার বৈশিষ্ট্য
নবম অধ্যায় ... ৩৩৩
লোকশিক্ষাদানের আদর্শ পদ্ধতি
দশম অধ্যায় ... ৩৪৩
লোকশিক্ষকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের লোকপ্রিয়তার কারণ
একাদশ অধ্যায় ... ৩৭৭
লোকশিক্ষক স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও প্রত্যয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব
দ্বাদশ অধ্যায় ... ৩৯৮
শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনসাধন ও লোকশিক্ষায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব
ত্রয়োদশ অধ্যায় ... ৪৫৬
'...প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

শিক্ষা ঃ লোকশিক্ষা—লোকশিক্ষার বৈশিষ্ট্য—লোকশিক্ষাদানের অধিকার—
লোকশিক্ষার উপযোগিতা

... এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ....
['এবার ফিরাও মোরে', রবীন্দ্রনাথ]

যুগ যুগ ধরে সীমাহীন শোষণ অবিচার বঞ্চনা ও উৎপীড়নের শিকার আত্মবিশ্বাসহীন হতাশাগ্রস্ত মানুষদের যথার্থ মুক্তির জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতোই শিক্ষা-ও তাদের মৌলিক চাহিদা। সমাজে পরস্পরের মধ্যে লৌকিক যোগ গড়ে তোলার একমাত্র উপায় শিক্ষাবিস্তার। একমাত্র শিক্ষাই পারে মানুষকে মুক্তি দান করতে। মুক্তি আত্মশক্তির দৈন্য থেকে, চিন্তাশক্তির অক্ষমতা থেকে, অবাঞ্ছিত শক্তির দাসত্ব থেকে। এপিকটেটাস (Epictetus) বলেছেন, "Only the educated are free.' শিক্ষা আনে চেতনা; মানুষের মধ্যে জাগায় আত্মমর্যাদাবোধ, মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংহতি প্রয়াস। যথার্থ শিক্ষা মানুষকে স্বাবলম্বী হতে, মৌলিক চিন্তা বা উদ্ভাবন করতে সাহায্য করে। জাগায় বিচারবোধ, আপন চিন্তা ও প্রত্যয় অনুযায়ী গ্রহণ বর্জনের ক্ষমতা। লর্ড ব্রগহাম (Lord Brougham) মন্তব্য করেছেন, 'Education makes a people easy to lead, but difficult to drive; easy to govern, but difficult to enslave.' অ্যারিস্টটলের মতে, জীবিতের সঙ্গে মৃতের যে পার্থক্য, শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের সেই পার্থক্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, দুঃসহ দারিদ্র্য দাসত্ব অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা মুমূর্ষু জাতির জীবনে যখন শিক্ষা বা চেতনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে, তখন সেই জাতিবিশেষ মনুষ্যত্বের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অধিকার সচেতন হয়ে উঠেছে; অমানবিক প্রথা ও অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করেছে এবং নতুন জীবনবোধে সঞ্জীবিত হয়ে রাজনীতিক ও আর্থনীতিক পরাধীনতা, শোষণ, বৈষম্য প্রভৃতির কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। পরিবর্তিত সমাজ প্রতিবেশে কৃষি ও শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি ধর্ম-সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক চর্চা সম্প্রসারিত হয়েছে। অজ্ঞতা জনসাধারণের ঐহিক ও পারত্রিক উৎকর্ষের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। শিক্ষায় অনগ্রসর রাষ্ট্রে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র তাৎপর্য হারায়। 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তাই আমি এই বলি,

লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে, এইটেই গোড়াকার কথা।

"য়ুরোপে লোকসাধারণ আজ যে এক হইয়া উঠিবার শক্তি পাইয়াছে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহারা সকলেই পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো আমাদের দেশাভিমানীরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে পরাবিদ্যা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের চেয়ে বেশি বোঝে। কিন্তু ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, য়ুরোপের সাধারণ লোকে লিখিতে পড়িতে শিখিয়া পরস্পরের কাছে পৌঁছিবার উপায় পাইয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়ে গতিবিধির একটা মস্ত বাধা দূর হইয়া গেছে। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, য়ুরোপে লোকশিক্ষা আপাতত অগভীর হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ সেখানে লোকসাধারণ নামক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া আপন প্রাপ্য দাবি করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত না।"

ভারতবর্ষে লোকশিক্ষায় ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষা প্রক্রিয়া তপোবন ছেড়ে যখন লোকালয়ে শুরু হল তখন তা গুটিকয় টোল চতুষ্পাঠী এবং পরবর্তীকালে মক্তব মাদ্রাসায় বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'তে বর্ণিত প্রসন্ন গুরুমশায়ের মুদিখানা-কাম-পাঠশালার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি শাসকরা এদেশে শিক্ষাবিস্তারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেনি। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতবর্ষ খাদ্যাভাব, চিকিৎসাভাব, বেকারি ইত্যাদির মতো নিরক্ষরতা সমস্যায় জর্জরিত হল। 'শতেক শতাব্দী ধ'রে' জাতীয় জীবনে জমে থাকা 'অজ্ঞানের অন্ধকারে' ধর্ম ও শাস্ত্রের নামে অন্ধ অনুশাসন, কুসংস্কার, জীর্ণ লোকাচার, অমানবিক কুপ্রথা, জাত বর্ণের ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, অনুদার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ জাতিকে দুর্বল করে ফেলেছে; কলঙ্কিত হয়েছে তার সুমহান ঐতিহ্য ও সমুন্নত আদর্শ; উপেক্ষিত হয়েছে তার উজ্জ্বল উত্তরাধিকার।

স্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভুদের অনুসৃত 'চুঁইয়ে নামা শিক্ষানীতি' (Downward filtration theory) পরিত্যক্ত হলে-ও তাদের ফেলে যাওয়া ছাঁচেই এদেশের শিক্ষাপ্রক্রিয়া ঢালাই হল। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলেও সেখানে পরিবেশিত হতে থাকল পুথিকেন্দ্রিক শিক্ষার পুরোনো মদ। দ্রুত বিবর্তনশীল সমাজ ও যুগের পক্ষে বেমানান পরীক্ষাসর্বস্ব সে-শিক্ষায় না আছে প্রাণ, না আছে ব্যবহারিক উপযোগিতা। মুদালিয়র কমিশন, গজেন্দ্র গডকর কমিশন, কোঠারি কমিশন প্রভৃতি বহু কমিশন শিক্ষার মানোন্নয়নকল্পে গঠিত হয়েছে; তাঁদের রিপোর্ট জমা-ও পড়েছে কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ পরামর্শ বাস্তবায়িত করা হয়নি। মুক্ত অর্থনীতি, শিল্পায়নে গতি বৃদ্ধি নতুন নতুন উপনগরী বন্দর বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন, ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যা সমাধানে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালির

ব্যর্থতা ও শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে সুতীব্র অসন্তোষ প্রভৃতি কারণে সম্প্রতি পাঠক্রমে কিছুটা পরিবর্তন ঘটান হয়েছে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের সুবাদে সাক্ষরের সংখ্যা বাড়ছে।

শিক্ষা : লোকশিক্ষা

যুগে যুগে জাতি বিশেষের প্রয়োজন ও সমকালের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তাদের শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ নির্ধারিত হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বলা হত 'ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ' অর্থাৎ অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। সে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল জ্ঞানার্জন। প্রাচীন গ্রিসে যুযুধান রাষ্ট্রগুলির শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সুস্থ দেহে সজীব মন (healthy mind in a healthy body) গঠন। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ইংরেজি-জানা কেরানি তৈরি করাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য।

বর্তমানে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, শিক্ষার লক্ষ্য হল, ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন (all-round development of personality)। মানুষ সামাজিক জীব। আজকের শিশু আগামীদিনের নাগরিক। সে যাতে তার পরিবার ও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে বা বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে তার উপযুক্ত করে তোলাই আজকের শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই বলা হয়, সঙ্গতিসাধনই শিক্ষা (Education is adjustment)।

শিক্ষার দুটো ধারা, প্রথানুগ শিক্ষা ও লোকশিক্ষা। প্রথমটির কারবার মানুষের বহির্জীবন নিয়ে; দ্বিতীয়টি তার অন্তর্জীবনকে জড়িয়ে। প্রথমটি ব্যবহারিক; দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত লেখাপড়া করে জ্ঞানার্জন ও উপাধি লাভ করে অর্থোপার্জন বা জীবিকানির্বাহ করতে সাহায্য করা প্রচলিত শিক্ষা প্রক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তা, নতুন কিছু উদ্ভাবন ও বিচারবোধ প্রয়োগ করার সামর্থ্য জোগায়। প্রথানুগ শিক্ষা প্রায়োগিক (pragmatic); লোকশিক্ষা আত্মিকবাদমূলক (spiritualistic)। প্রথাবদ্ধ শিক্ষা পুথিসর্বস্ব (pedantic); লোকশিক্ষা শ্রুতিপ্রধান (auditory)। প্রথমটিতে মস্তিষ্ক দ্বিতীয়টিতে অন্তর প্রাধান্যলাভ করে।

যুগে যুগে লোকশিক্ষা বিস্তারে ধর্মগুরু ও তাঁদের অনুগামী, চারণকবি (minstrel), গাথাসঙ্গীতের গায়ক (balladist) পল্লীর কবি কথকঠাকুর পাঁচালিকার এবং লোকসঙ্গীত লোকনৃত্য যাত্রাপালা, নাটক বা লোকসংস্কৃতির নানা শাখার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। লোকশিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প নয়; বলা যেতে পারে তার পরিপূরক। মানুষ তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে চায়; আপনার অন্তর্নিহিত পূর্ণতা অনুভব করতে চায়। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ, পরম ও আত্মার স্বরূপ, মোক্ষলাভের উপায় প্রভৃতি সম্পর্কে তার কৌতূহলের সীমা নেই। এই সকল বিষয়ে সম্যক ধারণা শুধু প্রথানুগ শিক্ষা থেকে পাওয়া যায় না; তার জন্য দরকার লোকশিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'Education is the

manifestation of the perfection already in man.' বা মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের প্রকাশই শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা মানব প্রকৃতির অজ্ঞান-অন্ধকার অপসারণ করে তার মধ্যে নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কলা বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বিষয়ক খানকতক বই পড়ে বা গুটিকয় তত্ত্ব বা তথ্য আহরণ করে সেই পূর্ণের বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। স্বামীজির ভাষায়, "শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরিগুলিই তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অভিধানসমূহই তো ঋষি।" তিনি মনে করেন, বলিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ ইচ্ছার শক্তি অপরিমেয় এবং তার প্রভাব বিশেষ কার্যকরী। মানুষের মধ্যে সুপ্ত এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলাই শিক্ষার কাজ। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ২৩ ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখে শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে লেখা স্বামীজির পত্রের অংশবিশেষ, 'বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন?, তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।" ইচ্ছাশক্তির যেখানে যত সফল প্রকাশ সেখানে চেতনার ক্রিয়া তত বেশি, সেখানে সুখ তত বেশি এবং সে জীব তত বড়ো। ঈশ্বরের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা বলেই তাঁর আসন সকলের ওপরে।

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজির চিন্তাধারা বাস্তববাদী বিজ্ঞানসম্মত ও কালোপযোগী। তাতে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ভাবনার অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। প্রকৃতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। নিসর্গ লোকের সঙ্গে নিগূঢ় সংস্পর্শের ভেতর দিয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্যে মানুষ লাভ করে জ্ঞান, সত্যের সন্ধান। তিনি শিক্ষায় চিত্তসংযম, একাগ্রতা, পূর্ণব্রহ্মচর্য, মস্তিষ্ক (brain) ও মাংসপেশির (muscles) পরিপুষ্টি তথা উচ্চ চিন্তা ও আদর্শে পূর্ণ মস্তিষ্ক পবিত্র মন এবং ক্ষাত্রবীর্য ব্রহ্মতেজ, প্রেম, সত্যানুরাগ, জাতির গৌরবময় উত্তরাধিকার সম্পর্কে গর্ববোধ, চরিত্রবল, প্রভৃতির ওপর জোর দিয়েছেন। স্বদেশি বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি আয়ত্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বেদ-বেদান্তের মূলমন্ত্র শ্রদ্ধা। কঠোপনিষদে বর্ণিত রাজা বাজশ্রবা বা গৌতমের পুত্র বালক নচিকেতাকে যমরাজের কাছে যেতে এবং তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে সাহায্য করেছিল আপন পিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিম চিরেণাধিগচ্ছতি।।

[শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৯]

গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ের (জ্ঞানযোগ) ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে জ্ঞানলাভের তিনটি উপায় বা বহিরঙ্গ সাধনের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল, প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবা। এখানে উল্লেখ করা হল জ্ঞানলাভের আর তিনটি উপায় বা অন্তরঙ্গ সাধন— শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠা ও আত্মসংযম। যে শ্রদ্ধাবলে জগৎ চলেছে সেই শ্রদ্ধা লোপ পেলে শিক্ষালাভের প্রয়াস

ব্যর্থ হয় এবং তার পরিণতি কি ভয়াবহ সে-সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেছেন পূর্বোক্ত অধ্যায়ের পরবর্তী শ্লোকটি :

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।

অর্থাৎ, অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সন্দেহাকুলচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখ-ও নাই।

স্বামীজি সন্ন্যাসী। সাধক। দার্শনিক। জ্ঞানী। বিশ্বজয়ী বাগ্মী। কিন্তু তাঁর সব চেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি মানবতাবাদী সাম্যবাদী মহান বিপ্লবী, নিরলস সমাজসংস্কারক, দরদি লোকশিক্ষক। পরাধীন ভারতবর্ষে সীমাহীন অজ্ঞতা, দুঃসহ দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, সংকীর্ণ মানসিকতা ও জীর্ণ লোকাচারে মুমূর্ষুপ্রায় আত্মবিস্মৃত স্বদেশবাসীর শোচনীয় অবস্থা দেখে উদ্‌বিগ্ন বিষণ্ণ বিবেকানন্দ নির্দ্বিধায় তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় এদেশের সমকালীন শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটি সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার নিন্দা করেছেন, "কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভেতরে পুরে পাশ করে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!!" তাঁর মতে, যে শিক্ষা মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের মত মৌল চাহিদা পূরণ করতে পারে না, মানুষকে উদ্ভাবনী শক্তিলাভে সাহায্য করে না বা দেশের উন্নয়নসাধনের সহায়ক নয়; তা শিক্ষাই নয়। তিনি স্বদেশবাসীকে রজোগুণ-তৎপর হতে এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে নতুন পথ আবিষ্কার করার ও অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করার উপদেশ দিয়ে সক্ষোভে মন্তব্য করেছেন, "অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্ম-কথায় কেউ কান দেবে না।"

(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় সং ১৩৭১, ৯/১৬৪-৬৫)

স্বামীজি পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রতীচ্যের জড়বিজ্ঞানের সুবিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকেও প্রয়োজনীয় উপকরণ আহরণ করা দরকার। জড়বিজ্ঞানের সীমা সম্পর্কে-ও তিনি সচেতন ছিলেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ক্ষতিকর বিষয়গুলি ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করে এদেশের সভ্যতা সংস্কৃতিকে যাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার মতো কলুষিত করতে না পারে তার জন্য স্বামীজি প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সভ্যতাকে ভারতবর্ষের ধর্মাশ্রয়ী সনাতন শিক্ষাপ্রক্রিয়ার পরিপূরকমাত্র রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। চেয়েছেন দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার— বেদান্ত ও বিজ্ঞানের সুষম সমন্বয় ঘটাতে, প্রকৃত মানুষ গড়েতোলার শিক্ষা ('man-making education') এদেশে প্রবর্তন করতে।

স্বামীজি বিদ্যাসাগরের মতো স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংঘমিত্রা, লীলা, অহল্যাবাই, মীরাবাইয়ের দেশের নারীরা যাতে পবিত্রা, স্বার্থশূন্যা,